بسم الله الرحمن الرحيم

লবণ চাষী কল্যাণ সমিতি

"লবণ চাষে স্বাবলম্বী হবো-
দেশের লবণেই চাহিদা মেটাব"

SINCE :2022

প্রধান কার্যালয়: ফজল মার্কেট (৩য় তলা), প্রধান সড়ক, কক্সবাজার।
Cell: 01942-805022, 01321-878372
E-mail: lobonchashi@gmail.com, web: lobonchashi.com

সূত্র ঃ

তারিখ ঃ

বরাবর
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

মাধ্যম: জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার।

আসন্ন ২০২৪-২৫ লবণ মৌসুমে লবণ চাষীদের লবণ উৎপাদনের জন্য মাঠে নামানোর লক্ষ্যে মজুদ লবণ রপ্তানী করাসহ ১১ দফা দাবী বাস্তাবায়নে জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে স্মারকলীপি।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, আস্সালামু আলাইকুম,
স্মারকলিপির শুরুতেই জুলাই-আগষ্ট মাসে প্যাসিবাদী শক্তির প্রাণঘাতি অস্ত্রের সামনে দাড়িয়ে মিথ্যাচার, লুটপাট, স্বৈরতন্ত্র ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করে যে সকল বীর ছাত্র-জনতা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে, আহত হয়েছে, পঙ্গুত্ববরণ করেছে তাদের প্রতি লবণ চাষীদের পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও মহান আল্লাহ দরবারে প্রাণভরে দোয়া কামনা করছি।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা,
আপনি অবগত আছেন যে, লবণ একটি বিকল্পবিহীন নিত্য ব্যবহার্য্য ভোগ্য পণ্য এবং লবণ শিল্প দেশের সর্ববৃহৎ শ্রম নিবিড় শিল্প। বাংল্াদেশে শুধুমাত্র কক্সবাজার জেলায় ৯০% ও ১০% চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার মোট ৯০০ বর্গ কি:মি: উপকূলীয় এলাকায় লবণ উৎপাদন হয়। যা দিয়ে দেশের লবণের চাহিদা পুরণ করা হয়ে থাকে। লবণ উৎপাদন হতে ভোক্তার হাত পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ এ শিল্পের সাথে জড়িত এবং এই লবণ শিল্প জিডিবিতে প্রায় ১০% অবদান রাখতে সমক্ষ হচ্ছে। কক্সবাজার জেলা এবং বাঁশখালীতে প্রায় ৫০ হাজার লবণ চাষীসহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ্যভাবে অত্র এলাকার প্রায় ০৩ লক্ষ মানুষ লবণ উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল এবং অত্র অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক মর্যদা নির্ভর করে লবণ চাষের উপর।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা,
২০১১ সালে জাতীয় লবণ নীতি প্রণয়ন করা হয়। সে সময় সংশ্লিষ্ট সকলে মিলে দেশে লবণের যে চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছিল তা যুক্তিযুক্ত। তারপর আমরা দেখলাম ২০১৬ হতে ২০২০ পর্যন্ত সময়ে দেশে পর্যাপ্ত লবণ উৎপাদন হওয়ার পরও মিথ্যা তথ্য দিয়ে নানা অজুহাতে ঘাটতি দেখিয়ে অসাধু ব্যবসায়ী/আমদানী কারক ভারত থেকে লবণ আমদানী করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে দেশীয় স্বনির্ভর লবণ শিল্পকে ধ্বংস করে ভারতীদের তাবেদার বানানোর চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। আমরা নানা ভাবে প্রতিবাদ করে যাচ্ছিলাম বিগত সরকার লবণ আমদানীতে বিধি নিষেধ আরোপ করার ফলে ঐসকল অসাধু লবণ আমদানী কারক ও ব্যবসায়ীর প্ররোচনায় বা মিথ্যা তথ্যের আলোকে বিগত সরকার ২০২২ সালে জাতীয় লবণ নীতি প্রণয়ন করার সময় দেশে লবণের চাহিদা অতিরিক্ত দেখানো হয়, অর্থাৎ ২০২৪ এ ২৫.২৮ লক্ষ মেঃ টন। বিভিন্ন হিসাব মতে ২২ লক্ষ মেঃ টনের বেশী হওয়ার কথা নয়। এখানে, একটা উদাহারণ দিচ্ছি, জাতীয় লবণ নীতি ২০১১ বা ২০১৬ এর আলোকে ২০২২ সালের শুধুমাত্র শিল্প খাতে লবণের চাহিদা হয় ৪.৬০ লক্ষ মেঃ টন, কিন্তু জাতীয় লবণ নীতি ২০২২ অনুযায়ী তা হল ৬.৯২ লক্ষ মেঃ টন এবং এখানে আরো উল্লেখ্য যে, ২০১১ সালের নীতিতে ৫% বৃদ্ধি ধরা হলেও ২০২২ সালের লবণ নীতিতে ১৫% বৃদ্ধি ধরা হয়েছে যা অসম্ভব। অর্থাৎ ২০২৪ সালের শিল্প খাতে চাহিদা ১০.২০ লক্ষ মেঃ টন (প্রসেস লসসহ) এবং ২০২৫ সালে তা বৃদ্ধি হয় ১১.৮২ লক্ষ মেঃ টন। বাস্তবতা হল এই খাতে চাহিদা কোনক্রমেই ৭.০০ লক্ষ মেঃ টন এর বেশী নয়।

চলমান পাতা-০২

بسم الله الرحمن الرحيم

লবণ চাষী কল্যাণ সমিতি

"লবণ চাষে স্বাবলম্বী হবো-
দেশের লবণেই চাহিদা মেটাব"

SINCE:2022

প্রধান কার্যালয়: ফজল মার্কেট (৩য় তলা), প্রধান সড়ক, কক্সবাজার।
Cell: 01942-805022, 01321-878372
E-mail: lobonchashi@gmail.com, web: lobonchashi.com

সূত্র ঃ

তারিখ ঃ

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা,
বিসিকের হিসাব অনুযায়ী সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে অর্থাৎ ৬৩ বছরের মধ্যে ২০২৩-২৪ লবণ মৌসুমে আমরা লবণ চাষীরা সর্বোচ্চ ২৪.৩৮ লক্ষ মেঃ টন লবণ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু চাহিদা অতিরিক্ত থাকায় তা স্পর্শ করতে পারিনি। উৎপাদন চাহিদা ২৫.২৮ লক্ষ মেঃ টন হতে ০.৯০ লক্ষ (৯০ হাজার) মেঃ টন কম। আমরা চাহিদার যে হিসাব তা সঠিক নয় বলে মনে করছি।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা,
নির্ধারিত চাহিদা অনুযায়ী চলতি বছরের নয় মাসে ১৯ লক্ষ মেঃ টন লবণ ব্যবহার হওয়ার কথা। সে আলোকে ৫ লক্ষ মেঃ টন লবণ মজুদ থাকার কথা নয় (কারণ গত বছরের কোন লবণ মজুদ ছিল না)। কিন্তু বাস্তবতা হল ২৩ সেপ্টেম্বর'২৪ তারিখে বিসিকের হিসাব অনুযায়ী লবণ মাঠে ৭.৭৮ লক্ষ মেঃ টন এবং মিল পর্যায়ে ২.৩৬ লক্ষ মেঃ টন মোট ১০.১৪ লক্ষ মেঃ টন লবণ মজুদ আছে। বাস্তবতায় তা আরো বেশী। মাঠ পর্যায়ে লবণ বেচা-কেনাও অনেক কম, দামও গত বছরের চেয়ে মণপ্রতি প্রায় ২০০/- কম। এই বিক্রয় মূল্যে উৎপাদন খরচ তুলাও সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আমরা লবণ চাষীরা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। আগামী নভেম্বর মাসে নতুন লবণ উৎপাদন করার জন্য মাঠ প্রস্তুতিতে যেতে হবে কিন্তু এতো মজুদ লবণ নিয়ে আমরা বিপাকে আছি। পাশাপশি আর্থিক ভাবেও অনটনের মধ্যে আছি।

এছাড়াও আমাদের দীর্ঘ দিনের দাবী ছিল একটি লবণ বোর্ড গঠন করার কিন্তু সাবেক প্রধানমন্ত্রী আমার মুলা ঝুলানোর মত লবণ উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করেছেন যা দিয়ে লবণ শিল্পের কোন কাজই হয়নি। এই জন্য আমরা আপনার নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি লবণ এবং লবণ চাষীদের জীবন-মান উন্নয়নে আমাদের ১১ দফা দাবী বাস্তবায়ন করুণ

১১ দফা দাবীসমূহ

০১। লবণ চাষীদের ন্যায্য মুল্য প্রাপ্তি ও আগামীতে আরো বেশী লবণ উৎপাদন করার উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্য অতি দ্রুত কমপক্ষে ৩.০০ লক্ষ মেঃ টন লবণ রপ্তানীর ব্যবস্থা করতে হবে।
০২। লবণের উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য বৈদ্যুতিক মোটরের ব্যবহার সহজ লভ্য করা, জমির লীজমানি কমানো এবং প্রকৃত প্রান্তিক লবণ চাষীকে সরকারের খাস জমি বরাদ্দ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করাতে হবে।
০৩। অসুস্থ ও দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় মাঠ পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্থ লবণ চাষীদের সরকার কর্তৃক চিকিৎসা ও পুর্নবাসন নিশ্চিত করতে হবে।
০৪। বর্ষা মৌসুমে প্রান্তিক লবণ চাষীদের ১০/- (দশ) টাকা কেজি মুল্যে প্রতিমাসে ৩০ কেজি করে চাউল বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
০৫। বিসিকের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে লবণ চাষে প্রকৃত লবণ চাষীদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য ঝুকি কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
০৬। দেশে লবণের খাত ভিত্তিক চাহিদা নিরুপণের জন্য পুর্ণাঙ্গ জরিপ করে জাতীয় লবণ নীতি-২০২২ এর সংশোধন করতে হবে।
০৭। জরীপের মাধ্যমে লবণ জমির পরিমাণ চিহ্নিত করাসহ লবণ চাষীদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি করে প্রত্যেককে আইডি কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চলমান পাতা-০৩

بسم الله الرحمن الرحيم

লবণ চাষী কল্যাণ সমিতি

"লবণ চাষে স্বাবলম্বী হবো-
দেশের লবণেই চাহিদা মেটাব"

SINCE:2022

প্রধান কার্যালয়: ফজল মার্কেট (৩য় তলা), প্রধান সড়ক, কক্সবাজার।
Cell: 01942-805022, 01321-878372
E-mail: lobonchashi@gmail.com, web: lobonchashi.com

সূত্র ঃ

তারিখ ঃ

০৮। অল্প জমিতে অধিকতর, পরিপক্ক, দানাদার ও গুণগত মানসম্পন্ন লবণ উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লবণ গবেষণা ইউনিস্টিটিউট ও লবণ চাষী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

০৯। লবণ চাষীদের নামে মাত্র নয়, বাস্তবিক ভাবেই সহজ শর্তে ব্যাংক বা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রান্তিক লবণ চাষিদের স্বল্পমূল্যে লবণ উৎপাদনের উপকরণ (পলিথিন ও জ্বালানী) সরবরাহ করতে হবে।

১০। জাতীয় লবণ নীতি অনুযায়ী সরকারিভাবে এক লক্ষ মেঃ টন লবণের বাফার স্টক গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১। নামে মাত্র লবণ উপদেষ্টা বোর্ড নয়, লবণ শিল্পের নিবিড় তদারকির জন্য পৃথক লবণ বোর্ড গঠন করতে হবে।

সম্মানিত মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, আপনার নিকট আমাদের আবেদন আপনি স্বনির্ভর লবণ শিল্পকে রক্ষার স্বার্থে ৩ লক্ষ মেঃ টন লবণ রপ্তানীর ব্যবস্থা করাসহ আমাদের দাবীকৃত ১১ দফা মেনে নিয়ে অসহায়-গরীব লবণ চাষীদের জীবন-মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক -

(অ্যাডভোকেট মোঃ শাহাব উদ্দীন)
সভাপতি
লবণ চাষী কল্যাণ সমিতি, কক্সবাজার।

অনুলিপিঃ-

০১। মাননীয় শিল্প উপদেষ্টা, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। মাননীয় বাণিজ্য উপদেষ্টা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩। মাননীয় চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), ঢাকা।